দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 30 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

অযোগ্যতার কারণে বন্ধের সুপারিশ করা ছয় ভার্সিটির ভাগ্য প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ফাইলবন্দী

মোশতাক আহমেদ ঃ তদন্ত কমিটি ও তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে অযোগ্যতার কারণে বন্ধের সুপারিশ করা দেশের ছয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্য এখন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ফাইলবন্দী। প্রায় দুই মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ফাইল গেলেও মোটা অঙ্কের টাকা আর নানামুখী চাপের কারণে এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হচ্ছে না! এ অবস্থায় হাজার হাজার টাকা খরচ করে তদন্ত কমিটি ও তদন্ত কমিশন গঠন করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সরকারের অন্যান্য তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ন্যায় শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের রিপোর্টটিও আলোর মুখ দেখবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পেলেই চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। এ ব্যাপারে তাঁদের কিছুই বলার নেই।

সূত্রমতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামানকে প্রধান করে গঠিত তদন্ত কমিটি ২০০৪ সালের ১৫ অক্টোবর তদন্ত সাপেক্ষে আটটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের জন্য সুপারিশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো কুইন্স ইউনিভার্সিটি, পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, গ্রীন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, কুমিল্লা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি এবং গুলশেমন আরা (বিজিসি) ইউনিভার্সিটি।

এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন জন্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপ মোঃ ফজলুল হককে দিয়ে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপো উল্লিখিত আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গুলশেমন ক (বিজিসি) ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি এবং সাউদার্ন বাদে বাকি ছ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ করা হয়।

এরপর গত বছরের মার্চ মাসে এসব বিশ্ববিদ্যা কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা সচিব স্বাক্ষরিত শো'কজ নোটিস দে হয়। দশ দিনের মধ্যে জবাব দেয়ার কথা থাকলেও অনে কোন জবাব দেয়নি। তারপর নিজেদের উপস্থিত হ জবাব দিতে বলা হয়। সেখানেও প্রত্যাশিত জবাব পাং যায়নি। তখন শিক্ষামন্ত্রী বলে ছিলেন কয়েকদিনের মধে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রায় এ বছরেও এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

অতঃপর বন্ধের সুপারিশকৃত রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য গ ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠা হয়েছে। কিন্তু অনুমোদনের পরিবর্তে ফাইলটি এ সেখানেই ডিপ ফ্রিজে পড়ে গেছে। সূত্রমতে টাকা অ